দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ...1 0 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫ .....

গাবিতে ভাংচুরের ঘটনা -ফাইলফটো

22 Report

ঢাকা ভার্সিটি ঘটনার চার্জশীট, চার শিক্ষক, তিন ছাত্রী, ১২ ছাত্রসহ ৩৬ আসামী

৩৮ মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট ভীতি দূর হওয়ার আশা

মাসুদ কার্জন/মাজহারুল আনোয়ার শিপু ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভের জেরে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও বিক্ষোভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানীর ১১ থানায় দায়েরকৃত ৫৩ মামলার মধ্যে ৫১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হয়েছে। ১৩ মামলায় ৩৬ জনকে আসামী করে চার্জশীট ও ৩৮ মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তারা এসব মামলার তদন্ত

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা ভার্সিটি ঘটনার

(প্রথম পাতার পর)

শেষে রবিবার আদালতে চার্জশীট ও চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। সেনা কর্মকর্তার গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলা তদন্তাধীন আছে। চার্জশীটভুক্ত আসামীর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকসহ ১২ জন ইতোমধ্যে আটক রয়েছেন। দুই শিক্ষকসহ অপর আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির জন্য আবেদন জানায় তদন্তকারী কর্মকর্তারা। চার্জশীটভুক্ত আসামীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক, তিন ছাত্রী ও ১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রী সবাই ছাত্রলীগ কিংবা ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে। আসামীদের মধ্যে পাঁচ জন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নয় বলে জানা গেছে। চার্জশীটের গ্রহণযোগ্যতা তদানির জন্য আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখ ধার্য করা হয়েছে।

চার্জশীট প্রদান সম্পর্কে মহানগর পুলিশ কমিশনার নাইম আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ১৩ মামলার অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে। দ্রুত তদন্ত রিপোর্ট এবং চার্জশীট দাখিলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই চার্জশীট দাখিলের ফলে ছাত্র-শিক্ষকসহ সাধারণের মধ্যে ভীতি দূর হয়ে যাবে।

একই ঘটনায় শাহবাগ থানায় দায়েরকৃত পৃথক ১১ মামলার মধ্যে তিন মামলার চার্জশীটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষকসহ ১৯ ছাত্রকে আসামী করা হয়েছে। চার্জশীটভুক্ত আসামীরা হচ্ছেন– গ্রেফতারকৃত দুই শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড: আনোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড: হারুন-অর-রশিদ। অন্য দু'জন হলেন– শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও কলা অনুষদের ডিন ড. সদরুল আমিন এবং ফলিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। জরুরী বিধিমালায় দায়েরকৃত দু'টি মামলায় এই চার শিক্ষককে আসামী করা হয়। জরুরী আইন অমান্য করে মিছিল সমাবেশ করায় চার্জশীটে তাদের আসামী করা হয়েছে।

শাহবাগ থানায় দায়েরকৃত মামলার চার্জশীটের অন্য আসামীরা হচ্ছেন– ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হাসান মামুন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ছাত্রদল শামসুর নাহার হলের সভানেত্রী তানজিম চৌধুরী লিপি, রোকেয়া হল শাখার ছাত্রদল সভানেত্রী শাহীনুর নাসিম, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভানেত্রী অর্পণা পাল, ছাত্রলীগকর্মী রিফাত হোসেন রিকু, ছাত্রলীগকর্মী শামসুল কবির রাহাত, ছাত্রদল ছাত্রলীগ নেতা আজিজ হাসান, ছাত্রদলকর্মী কামরুল হাসান কচি, নজরুল ইসলাম রাসেল, মিতুল, রুকুনুজ্জামান তালুকদার, মনিরুজ্জামান সর্দার, আনোয়ার হোসেন ও কামরুজ্জামান। এর মধ্যে দুই শিক্ষক ও মনিরুজ্জামান সর্দার গ্রেফতার আছে।

শাহবাগ থানায় দায়ের করা ১১ মামলার মধ্যে তিন মামলার চার্জশীট দুটি তদন্তাধীন এবং অবশিষ্ট মামলা গুলোর চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। সেনা কর্মকর্তার গাড়ি পোড়ানোর ঘটনায় দায়েরকৃত অন্য দু'টি মামলা এখনও তদন্তাধীন আছে।

শাহবাগ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জরুরী বিধিমালা ২০০৭ এর ৩/৪ ধারা লংঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। আন্দোলন বা ভাংচুরে কোন ধরনের টাকা পয়সার লেনদেন ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি। মামলায় ৭/৮ জনকে সাক্ষী করা হয়। পাঁচ জন সাক্ষী আদালতে জবানবন্দী দিয়েছে। মামলাগুলোর তদন্ত করেন শাহবাগ থানার এস আই আজগর আলী খান, বাবুল হোসেন ও সিরাজুল ইসলাম।

এদিকে ধানমন্ডি থানায় দায়েরকৃত ২০ মামলার মধ্যে ৩ মামলার চার্জশীট ও অবশিষ্ট মামলাগুলোর চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। তিনটি চার্জশীটে ইমতিয়াজ বিজন, মোস্তফা জামান শিবলী নামের দু'জনকে আসামী করা হয়েছে। এদের একজন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে জানা গেছে। নিউমার্কেট থানায় দায়েরকৃত ৫ মামলার মধ্যে একটি মামলার চার্জশীট ও চারটির ফাইনাল রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে দেলোয়ার ও দীন মোহাম্মদ নামে দু'জনকে আসামী করা হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া বলেন, সহিংস ঘটনায় মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে এই মামলায় গ্রেফতার ছিল ৭ জন। তাদের মধ্যে ৫ জনকে চার্জশীট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

মতিঝিল থানায় দায়ের করা একটি মামলার চার্জশীট দেয়া হয়। আশিক ওরফে আতিক, হারুন উর রশিদ, রোকন ও শামীম নামে চারজনকে আসামী করা হয়েছে। ভাংচুরের সময় ঘটনাস্থল থেকে এদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। কোতোয়ালি থানায় দায়েরকৃত ৫ মামলার মধ্যে একটি মামলার চার্জশীট দেয়া হয়েছে। আসামী করা হয়েছে মাকসুদুর রহমান, কাজী মনিরুল ইসলাম মনির নামের দুই ছাত্রলীগ নেতাকে। দু'জনেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অপর চার মামলায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হয়েছে।

শুলশান থানায় দায়ের করা দু'টি মামলারই চার্জশীট দেয়া হয়েছে। আসামী করা হয়েছে– আহসান হাবিব, ফরিদ ও ফাতেমাতুজ জোহরাকে। তিনজনই তিতুমীর কলেজের ছাত্রছাত্রী বলে জানা গেছে। মিরপুর থানায় দায়েরকৃত দু'টি মামলারই চার্জশীট দেয়া হয়েছে। লালন ওরফে লালন ফকির, সবুজ ওরফে ফায়েকুজ্জামান, ফরিদ ও ইন্দ্রজিৎ ওরফে সাগর নামের নামের চার ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছে। মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর ও রমনা থানায় দু'টি করে পৃথক চারটি মামলারই চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া হয়। রমনা থানায় দায়েরকৃত মামলায় ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলালকে গ্রেফতার দেখান হয়েছিল। তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন করা হয়েছে। সূত্র জানায়, চার্জশীটভুক্ত প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে দু'টি করে মামলায় আসামী করা হয়েছে। ফলে আসামী সংখ্যা কমে গেছে।

উল্লেখ, গত ২০ আগস্ট বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ছাত্র ও সেনাসদস্যদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনার জের ধরে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরবর্তীতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোট ৫৩টি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় প্রায় ৮২ হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামী করা হয়েছিল।